TRANSLATION IN BENGALI -----PROPOSAL 2016

প্রস্তাব -২০১৬

টেজ (Taize) এ ২০১৫ এর সারা বৎসর ধরে আমরা ঐক্য বদ্ধ হওয়ার নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনার চেষ্টা করেছি। আজকেরদিনে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা খুবই জরুরি । পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে শুধু নতুন নতুন দুর্দশা নতুন বিপদ । মানুষ কে তার বাসস্থান প্রায়ই ছাড়তে হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্দশা এবং সামাজিক অসহিষ্ণুতা দেখা দিচ্ছে যে কোন ধর্মাবলী লোকের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াচ্ছে ।এমনকি আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়ের পক্ষেই এটা একটা কষ্টকর পরিস্থিতি ।

ভাবতত্ত্বের নামে জন্ম নিচ্ছে অমানবিক সশস্ত্র উগ্রতা ।পরিষ্কার মাথা বা বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে, বিশ্বাসের পথে যাত্রা চালিয়ে যেতে হবে ।এই বিশ্বাসের পথই হবে নিরাপত্তার জন্য দাড়ানোর একমাত্র পন্থা । এটা জানা খুবই জরুরী যারা বিশ্বায়ণের ঐক্যতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক ।

দুর্বার ঝড় যখন ওঠে তখন পাথর নির্মিত বাড়ী কে টলাতে পারে না আমাদের জীবন ও যদি প্রভু যীশুর জীবনদর্শন ও বাণীর উপর গঠণ করি, সকলেই তাকে নড়াতে ভয় পাবে ।কাজেই আমাদের ভীত কিছু গসপেলের উপর হওয়া দরকার । এই গসপেলের গোড়ার কথা হচ্ছে বাস্তবতা আনন্দের উপলবদ্ধি , অতি সাধারণ জীবন যাপন ও দয়া । রোজার ব্রাদার এই কথা গুলি টেজ কমিউনিটি মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন । উনি দীর্ঘকাল ধরে এই প্রচার চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন ।

তিনটি প্রধান শব্দ আমাদের সামনে আরো তিনটি বছর পথ চলার সহায়তা করবে । ২০১৬ সাল আরম্ভ করবে দয়া দিয়ে । প্রচুর উৎসাহের সাথে যে ভাবে পোপ ফ্রানসিস আরম্ভ করেছিলেন।

প্রভু যিশুখ্রীষ্টের বাণী(গসপেল)শেয়ার, প্রভুর করুণার উপর সম্পুর্ণ আস্থা রাখতে--এই খানে পাঁচটা প্রস্তাব রাখা হল ।

প্রথম প্রস্তাব ----

নিজের মধ্যে বিশ্বাস রাখ ভগবান দয়াময় ।

হে ঈশ্বর , তুমি ক্ষমার দেবতা করুণাময় , দয়ার সাগর । করুণানিধি ,ধৈর্য্যশীল ভালবাসায় পরিপূর্ণ। (লুক)

পরম পিতা যেরকম দয়াবান তুমি সেরকম দয়াবান হতে শেখ ।

বাইবেল অনুযায়ী ভগবান দয়ানিধি, আর একদিকে করুণার সাগর , দয়ালু। বাবা এবংতার দুই ছেলের রূপক কাহিনীতে দেখিয়েছেন, ভগবানের ভালবাসা ,আমরা কি ভাল কাজ করি তার উপর নির্ভর করে না । ভগবানের প্রেম সবার জন্য, সব অবস্থায় , তা কোন কিছু বিচার করে না ।বাবা তার ছেলেদের ভাল বেসেছেন যারা সারাজীবন বিশ্বস্ত ছিল । একজনের হাত ধরেছেন , কারণ আর এক পুত্র অনেক আগেই ছেড়ে চলে গেছে ।

ভগবান মানুষ কে বানিয়েছেন নিজের প্রতিভু করে । কাজেই 'তুমি ভূমিষ্ট হয়েছ ভগবানের

ইচ্ছা ও ভাল লাগার উপর ,' কাজেই তুমি কিছু ভাল জিনিষ আহরণ ও করে এনেছ ।আহরণ কর একটি দয়ার ও করুণার হৃদয় যাতে তুমি যীশুর কছে পৌছাতে পার ।

ভগবানের ভালবাসা একটা মুহূর্তরে জন্য শুধু নয় , সর্বক্ষণের সবসময়ের ।আমাদের উপরে যে করুণা ধারা বর্ষিত হয় তার মাধ্যমে আমরা তার ভালবাসার প্রতিছবি দেখতে পাই ।আমরা খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ভাবনা কে ভাগ করে নি , শুধুমাত্র করুণানিধির করুণা কে বোঝানোর জন্য ।

এস আমরা সবাই মিলে ভগবানের ভালবাসা কে স্বাগত জানাই । ভগবানের হৃদয়ের দরজা আমাদের জন্য সব সময়েই খোলা আছে ।আমাদের রক্ষা কর্তা ভগবান , তার উপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস রাখলে , আমরা যখন কোন ভুল পথে চালিত হয়ে অন্যায়ের শিকার হই , তখন ও তিনি আমাদের রক্ষা করেন । আমরা যদি কোন কারণে ভগবানের প্রতি বিমুখ হই , তবু ও মনে রাখতে হবে তার কাছে আমাদের ফেরৎ যেতেই হবে ; তার প্রতি বিশ্বাস রাখতেই হবে । তিনি সদা নিয়ত আমাদের সাথে মিলিত হতে আসেন ।

আমাদের প্রার্থনা ভগবানেরকাছে কিছু পার্থীব বস্তু চাওয়ার জন্য নয় , বরঞ্চকয়েকবার দম বন্ধকরে আশীর্ব্বাদ নেব ।পবিত্র আত্মা আমাদের ভগবান, তার অপরিসীম ভালবাসা দিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ করে দেবেন , আর আমাদের জীবন সুন্দর করে চালিয়ে নিতে সাহায্য করবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ----

বার বার ক্ষমা কর

দয়া ,করুণা , ধৈর্য্য , মানবিকতা ,ভদ্রতা দিয়ে নিজেকে তৈরি কর । পরস্পর কে সহ্য করতে শেখ । কারুর উপর বিদ্বেষ থাকলে ও তাকে ক্ষমা করতে শেখ। সবাই কে ক্ষমা কর, যেমন ভাবে ভগবান প্রতি মুহুর্তে তোমায় ক্ষমা করছেন (কলোসিয়ানস-COLOSSIANS 3:12-13)

যীশু সবাইকে ক্ষমা করেছিলেন, তার সারাজীবন তিনি সবাই কে ক্ষমা করে গেছেন , এমন কি ক্রশবিদ্ধ হয়ে ও সবাই কে ক্ষমা করে গেছেন । উনি কখনো কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেন নি। পিটার প্রভু যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন , প্রভু যারা আমার সাথে অন্যায় করেন , তাদের কতবার ক্ষমা করা যায় ? বার বার সাত বার । প্রভু উত্তর দেন ' আমি তোমায় বলেছি সাত বার নয় সত্তর বার আবার সাত বার ' (ম্যাথিউ -MATTHEW:18:21-22)

ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করে দেন , তার পরিবর্তে আমরা যখন কারুকে ক্ষমা করতে পারি, তখন তা আমাদের একটা স্বাধীন মুক্তির আস্বাদন এনে দেয় । এটাই আমাদের আত্মার শান্তি । এই বার্তাই প্রভু যীশু আমাদের দিতে চেয়েছেন ।

গির্জা হচ্ছে যারা যীশুর অনুগামী, তাদের মিলন ক্ষেত্র । গির্জা যখন করুণাধারা বর্ষণ করে তখন সবাই করুণা ধারায় স্নাত হয়ে যায় ।এবং সেটা জীবনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে ।

---ভালবাসার যোগ সাধন হচ্ছে করুণা , দয়া , সমঝোতা, এগুলি উদিত সূর্য যীশুখ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি । এগুলিকে সরিয়ে দিও না এর বিরোধীতা করো না, সমস্ত কঠোরতা থেকে মুক্ত হও।এটা মানুষের মনে আগাধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করবে । এই মহৎ বাণী মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করবে।

ভগবানের ক্ষমার বার্তা কে বিচার করা চলবে না । অন্যায় অত্যাচার কেন হচ্ছে তার

বিচার আমরা করতে পারি না । অপর দিকে আমরা দোষ মুক্ত হতে পারি ।নিজেদের দোষ গুন বিচার করতে পারি । আমাদের কর্তব্য শুধুমাত্র যা ন্যায় যা ঠিক তার প্রতিষ্ঠা করা ।

আমাদের ক্ষমা করতে শিখতে হবে । সত্তরবার , সাত বার । যদি আঘাত বেশি বড় হয় তাহলের আমরা চেষ্টা করতে পারি ।পদে পদে এগিয়ে যাওয়া যায় , যতক্ষণ না তা মনের ক্ষত কে মিলাচ্ছে ।ক্ষমা করার ইচ্ছা অনেক সময় ই আচ্ছাদিত হয়ে থাকে বহুকালের যন্ত্রনার আড়ালে।

আমরা মনে করি গির্জা একটা সম্পদ্রায় যে করুনার দরজা খুলে দিয়েছে । সব রকম বিভেদ ভুলে সবাইকে অতিথ্যেয়তা দেখায় কোন রকম প্রভেদ ছাড়াই ।

কেউ একজন প্রভু যীশু কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘ আমার প্রতিবেশী কে ?‘এর উত্তরে প্রভু একটা গল্প বলেন -এক বার একটা লোক জেরুজালেম থেকে জেরেকো যাচ্ছিল , রাস্তায় সে ডাকাতের হাতে পড়ে , তারা তাকে লুঠ করে এবং আধমরা করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায় , ওখান দিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এক লেভিট চলে যায় , সে লোকটাকে উপেক্ষা করে । তার কিছুক্ষণ রে এক স্যামেটেরিয়ান ঐ লোকটাকে দেখতে পায় , সে তাকে সেবা শুশ্রুষা করে ।এবং ঘোড়া করে ইনে নিয়ে যায় , ও সেখানে তার খাবার ব্যাবস্থা করে ।তার কাছে যা পয়সা ছিল সে তা ইনের মালিকে দেয় এবং বলে লোকটা আপাত:ত ওখানেই থাকবে ,যা খরচ হবে সে তা পরে এসে মিটিয়ে দিয়ে যাবে । -এই গল্প বলে যীশু জিজ্ঞাসা করেন কাকে আমরা প্রতিবেশী বলব ?(luke10:29-37)

তৃতীয় প্রস্তাব

কোন বিপদ বা যন্ত্রনা কে একা বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মোকাবিলা করতে হয় । বঞ্চিত বা ক্ষুর্ধাত দের সেবায় যদি আত্মনিয়োগ করতে পার, তবে তুমি ও তাদের জীবনে আলো আনতে পারবে । তোমার নিজের জীবনে ও রাতের কালিমা ঘুচে গিয়ে উজ্বল আলোর সন্ধান মিলবে ।

একজন ধনী ব্যক্তি যে অনেক ধনের অধিকারী,তার দুস্থ ভাই বোনদের প্রতি যদি তার সহানুভুতি না থাকে , তবে সে কি করে আশা করবে যে সর্বময় করুনার আধার ভগবান ও তাকে করুণা করবেন ? (1john 3:7)

করুণার প্রতিভু যীশু আমাদের দিকে ভালবাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন , আমাদের কে স্যামাটেরিয়ানের গল্প বলেন; এক ব্যক্তি কে গুন্ডারা অর্ধমৃত করে ফেলে রেখে যান , একজন সন্ত ও একজন লেভিট তাকে উপেক্ষা করেন । কিন্তু স্যামাটেরিয়ান তার দেখা শুনা করে ওতাকে সুস্থ করে তোলেন ।

করুণা আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় অন্যের দু:খে কষ্টে সহায়তা দেওয়ার জন্য । অপরের দু:খ দূর করার জন্য ।আর্তের সেবার জন্য ;যারা সাংসারিক অভাবের মধ্যে আছে , তাদের অভাব মেটাতে হবে । শিশুর কষ্টে তার সহায় হতে হবে , গৃহহীন কে আশ্রয় দিতে হবে ।যে যুবক তার জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলেছে ,তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে ।বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যারা একা আছেন তাদের সঙ্গ দিতে হবে ।এমন কি যারা শিক্ষার আলো পায়নি , সংস্কৃতি কি জানেনা তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাতে হবে ।

যীশু নিজে বলেছেন গরীব কে করুনার দৃষ্টিতে দেখতে। বলেছেন ‘আমি ক্ষুর্ধাত ছিলাম , তুমি

আমায় খাদ্য দিয়েছ ।'

করুণার বশবর্তী হয়ে সব যন্ত্রনা সব কষ্ট নিজে তুলে নিয়েছেন । এই জগতের শেষ দিন অবধি যত মানুষ যত কষ্ট; যত দু:খ ভোগ করবে, যীশুর শরনাপন্ন হলে , যীশু তা নিজের কাঁধে তুলে নেবেন ।

যখন আমরা আঘাত প্রাপ্ত হই , যীশু আমাদের রক্ষা করেন । আমরা যখন আর্তের সেবা করি, তখন ভগবানের করুণা আমাদের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেবা কার্যে আমাদের সহায় হয় ।

আমরা একা বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন দু:খের বা কষ্টের পরিবেশে এগুতে ভয় পাই । ভগবানের করুণা ধারায় যদি স্নাত হতে পারি, তবে ঐ করুণার শক্তিই আমাদের অন্যের দু:খ কষ্ট দূর করতে সাহায্য করবে। যে কোন কর্তব্য কর্মের একটা আইনগত নিয়ম বাঁধা আছে , কিন্তু করুণা পরবশ হয়ে যা করা যায়, তাতে কোন আইনগত নিয়ম নেই । আইনের বাইরে গিয়ে করুণা দেখানো যায় ।

করুণার নির্দশন

@ Ateliers et de Taize ,71250 Taize France. made by the St john Damascene Woryshop (France)

চথুর্ত প্রস্তাব

করুনাকে সামাজিক পরিবেশে ছড়িয়ে দিতে হবে । আমি ভগবান , আমি দয়ার সাথে নীতিগত ভাবে ন্যায়ের সাথে সব কর্ম করে থাকি । (Jeremiah 9:23)

এটাই ভগবান তোমার কাছে চান । ন্যায়ের সাথে ভালবাসা ও করুণা দিয়ে নম্রহয়ে ভগবানের সাথে চলতে হবে । (Micah 6:8)

ভগবানের হৃদয়ে সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার ভুক্ত। কাজেই করুণা সীমাহীন ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ।

বিশ্বজুড়ে শান্তি ও ঐক্য কে বাস্তবায়িত করতে হলে , ন্যায় ও শান্তি স্থাপনের জন্য , যে আর্ন্তজাতিক সংস্থা নিয়ম গুলো তৈরি করেছে , গণতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য । তাদের শক্তিশালী করে তোলা অপরিহার্য ।

গরীব দেশগুলো ক্ষমতাশালী দেশের দ্বারা শোষিত হয় ।ধনী দেশগুলো গরীব দেশর সঙ্গতিকে শোষণ করে । ফলে তাদের ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে । এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করা আমাদের অসাধ্য হলে ও মনে রাখতে হবে এই ঋণ গুলো যদি মাপ করে দেওয়া যায় । তবে যারা মাপ করে দেবে তাদের ন্যায় সঙ্গত ভাবে ক্ষতি পুরণ দেওয়া হবে । আজকের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাইবেলে কথিত আছে যে -' তোমার কোন আত্মীয় যদি তোমা অপেক্ষা গরিব হয়, এবং নিজের ভরণ পোষণ চালাতে না পারে তবে তাকে সাহায্য করবে । কিন্তু এমন ভাবে সাহায্য করবে যেন তুমি একজন অচেনা লোক সাহায্য করছ , অথাৎ দূর থেকে সাহায্য করতে হবে ।অনাত্মীয়ের মতো সাহায্য করতে হবে । যাতে সে অনায়াসে বাকী জীবন তোমার সাথে থাকতে পারে ।'(LEVITICUS 25:35)

সারা বিশ্বজুড়ে মানুষ বাধ্য হয়েছে নিজের জায়গা নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে। তাদের দুর্দশা তাদের কে মাতৃভুমি ছাড়তে বাধ্য করেছে । সেখানে কোন প্রতিরোধ ই কার্যকারি হয় নি । ধনী

দেশগুলোর মনে রাখা উচিৎ যে তারা ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ , কারণ বহু সংখ্যায় পরিযায়ী (migrated) মানুষ আজ তাদের দেশে আছে । বিশেষত: আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহু লোক তাদের দেশে বসবাস করে ।

রিফিউজি ও পরিযায়ী (migrants) রা যে সব ধনী দেশে গেছে , তাদেরেটা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে যে এই পরদেশি রা তাদের দেশে এসেছে বলে তারা মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে এই ধনী দেশগুলো একত্রিত ও একতাবদ্ধ হতে শিখেছে ।

পরিযায়ী শ্রোত কে নিজের মত করে মানিয়ে নিয়ে ইউরোপীয়আন দেশ গুলো এক বিশাল জীবনীশক্তি পায় বেচে থাকার জন্য । কারণ এই পরিযায়ীর আগমণ কে ওরা প্রতিদ্বন্দিতা হিসাবে নিয়েছে ।

পরিযায়ী মানুষ ওতার কৃষ্টি আমাদের সঙ্গে মিলবে কিনা, এই ভয় পেলে আমাদের চলবে না এই ভয়ের উর্দ্ধে উঠতে হবে -- যদি ও এই ভয় হওয়া স্বাভাবিক ।পরিযায়ী মানুষের শ্রোত সামলাতে সামলাতে এক একটি দেশ নি:শেষিত হয়ে যায় । নিজেদের কে আড়াল করলে ও ভয় দূর হবে না । তার থেকে ভাল ভয় কে জয় করে, আমাদের কৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে কি না ? আমাদের জীবন ধারনের গতি বদলাবে কিনা ? এসব না ভেবে, এদের সম পরিবারভূক্ত করে নেওয়াই উচিৎ।

পঞ্চম প্রস্তাব \প্রতিবেদন

সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করুণা

সপ্তাহে ছয়দিন কাজ কর । সপ্তম দিনে কাজ করো না । যাতে তোমার ষাড় এবং গাধা বিশ্রাম পায় ।(exodus 23: 10)

ছয় বৎসর ধরে তুমি বীজ পোত চাষ করো । সপ্তম বছরে আর চাষ করোনা জমি কে আর ব্যবহার করো না ।

বাইবেলের রচনা কাল থেকে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে তোমার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর জনই তোমার সমবেদনা থাকা উচিৎ। বিভেদ সৃষ্টি করা অন্যায় । মেসোপটেমিয়ার এক খ্রিষ্টান লিখেছিল' 'একটি করুর্ণাত হৃদয় কারুরই সামান্যতম দু:খ সামান্যতম কষ্ট সহ্য করতে পারেনা ।'(Isaac the syrian, seventh century)

আধিদৈবিক আকষ্মিক দুর্ঘটনার যারা প্রধান শিকার হয় , তারা সাধারণত: খুব গরীব । আবহাওয়া পরিবর্তনের কারনে অনেককেই তাদের বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করছে ।

এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্ট। এর কর্তা তিনি । মানুষ একে উপহার হিসাবে ভোগ করে । আমাদের হাতে বিশাল দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে ।

এই বিশ্বের যত্ন নিতে হবে । এর সঙ্গতি কে নষ্ট হতে দেব না ,পৃথিবীর সঙ্গতি সীমিত কাজেই মানুষকে ত সীমিত উপায়েই ব্যবহার করতে হবে ।

পৃথিবী আমাদের সবার বাসস্থান , আজ সে কষ্ট পাচ্ছে ।প্রকৃতির বির্পযয়ের কাছে বিভেদের কোন জায়গা নেই, এই বির্পযয়ের কারণে এক একটি প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায় , প্রাণী জগৎ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় । এবং পৃথিবীর কোন কোন জায়গা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় । প্রাকৃতিক এই বির্পযয়ের ফলে সমস্ত প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় । প্রণী কুলের এক উথাল পাতাল অবস্থা দেখা দেয় বন্য

সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় ।
আমরা আমাদের একতা কি করে স্থাপন করব পৃথিবীর সমস্থ প্রাণীর সাথে ?যদি নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিকে বিপর্যস্ত করে তুলি ?সুনাগরিক হিসাবে আমাদের এখন কি করা উচিত তাই এখন আমাদের নির্ধারণ করতে হবে । এবং তারই জন্যে সরল সাদা জীবন বেছে নিতে হবে । জীবনের চলার পথকে যদি সহজ সরল করে নেওয়া যায় তবে তা জীবনের একটা আনন্দের উৎস হয়ে দাড়াবে । কিছু মানুষ আছে যারা প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন উপোস করে, আবহাওয়া ও ন্যায়ের দন্ড কে ঠিক রাখার জন্য । ভগবানের অশেষ করুণা সারাক্ষণ বর্ষিত হচ্ছে আমাদের চারিপাশের সব কিছুর উপর ,এই করুণা ধারা যা আমরা পাচ্ছি তার জন্য ভগবান কে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো একান্ত দরকার ।এধরণের ব্যবহার দেখানো উদ্দেশ্যমূলক কারণ করুণাময়ের যে করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে তা স্বীকার করে নিলে নির্মল আনন্দ ওসুখের অংশিদার হওয়া যায় ।

সামনের মাসে আমরা টেজ প্রকাশ করব আমাদের website propasal 2016 এ। কারুর কিছু মতামত দেওয়ার থাকলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :echos@taiz. fr

টেজ ২০১৬

সারা বছরের কার্যাবলী

প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ধর্মরে সততা কে বুঝতে ও ভগবানের করুণাকে উপলব্ধি করতে একত্রিত হয় । এবং আমাদের জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে এই করুণাকে বুঝতে চেষ্টা করে ।

from August 28 to September 4

এই নির্দিষ্ট সপ্তাহে তরুণারা যারা ১৮ থেকে ৩৫ এর মধ্যে, তারা কেউ ছাত্র, কেউ তরুণ প্রফেসর, সাধারণ সেবাকর্মী বা বেকার কাজ খুঁজছে , অর্থাত একি জীবন যাত্রা অতিবাহিত করে, অথবা একি জীবিকা নির্বাহ করছে । এরা একত্রিত হতে পারে , এবং নিজেদের ভবিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে বিশ্বসের আলোকে ।

Bucharest 2016

কিছু ব্রাদার এবং ১৫০ জন যুবককে বিভিন্নদেশ থেকে নিয়ে ব্রাদার আলেয়াস বুকারেষ্ট ২৮সেএপ্রিল থেকে ১লা মেয়ের মধ্যে যাবেন রোমানিয়ায় কিছু গোরা খ্রীষ্টানদের সাথে ইষ্টারের উৎসব পালন করতে ।

(২০১৬ ওদের ইষ্টারের উৎসব পালন হবে পশ্চিম দেশগুলো থেকে একমাস পিছিয়ে ।)

এই তীর্থযাত্রা ইসতানাবুল (এপিফানি২০১০) , মস্কো (ইষ্টার ২০১১) , মিসক , কেইভ এবং লিভিড (ইষ্টার২০১৫)

কনটনু ২০১৬

যোহনসবার্গ (১৯৯৫)নাইরবি (২০০৮)এবং কিগলি (২০১২)চতুর্থ যুবা আর্ন্তজাতিক সভা আফ্রিকায় অনুষ্টিত হবে কনটনু (বেনিনে)৩১সে আগষ্ট থেকে সেপ্টম্বর ৮ অবধি ।

পৃথিবীর বুকে বিশ্বাস কে প্রতিষ্টিত করার জন্য যে তীর্থ যাত্রা হবে তা পশচিম আফ্রিকার বহু যুবক কে একত্রিত করবে ।

এই সভা আফ্রিকার অন্যান্য জায়গার থেকে ও অংশগ্রহণ কারীদের ও আহ্বান জানাবে । শুধু আফ্রিকা নয় বিশ্বের সমস্ত দেশকেই তারা আহ্বান জানাবে ।

কনটনু সমাবেশ , আফ্রিকার যুগোষ্টীর ক্ষমতা ও জীবনীশক্তি কে তুলে ধরবে । এদের মূল্যবোধকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে ।

ইউরোপীয়ান সমাবেশ

৩৯তম ইউরোপীয় সভার উদ্বোধনের ঘোষণা করা হবে , ভ্যালেসিয়া শহরে ২০১৬ , ৩০শে ডিসেম্বরে ।ভালেশিয়া শহর এই সভার আয়োজন করবে ।

বিভিন্ন আয়োজিতসভার বিশদ বিবরণের জন্য w.w.taiz,fr এ যোগাযোগ করুন

Massages received for the valencia meeting

ভ্যালেনসিয়া সভা থেকে যে বার্তা পাওয়া গেছে ।

আর্ন্তজাতিক চার্চের নেতারা ইউরোপীয়ান সভার পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ কারীদের জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা জানা যাবে w.w.w taize. fr